ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন

স্থাপিত- ২০১৮ খ্রি.
(প্রশাসন বিভাগ)
ময়মনসিংহ
www.mcc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন পরিষদের ১৮তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	ঃ	জনাব মোঃ ইকরামুল হক টিটু, মেয়র, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ
সভার স্থান	ঃ	শহীদ শাহাবুদ্দিন মিলনায়তন, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ
তারিখ	ঃ	০১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি.
সময়	ঃ	বেলা ১১.০০ ঘটিকা
সভায় উপস্থিতির তালিকা	ঃ	পরিশিষ্ট -'ক' দ্রষ্টব্য

সভার শুরুতেই পবিত্র কোরআন হতে তেলাওয়াত করা হয়। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

ক্রঃ	আলোচ্যসূচী	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	গত ১৭ তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।	সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের গত ৩০ জুন ২০২২খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে কোন সংশোধনী/ সংযোজনী না থাকায় কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	১। গত ৩০ জুন ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব মসিক
০২.	যানজট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাননীয় মেয়র মহোদয়কে ১৮তম কর্পোরেশন সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। অত:পর মাননীয় মেয়র মহোদয় উপস্থিত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্যানেল মেয়র, কাউন্সিলর ও কর্মকর্তাসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং ১৮তম কর্পোরেশন সভায় সকলে একসাথে উপস্থিত হওয়ায় মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে শুকরিয়া জানান। তিনি বলেন যে, আমরা বিগত সময়ে কর্পোরেশন সভার মাধ্যমে বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা করোনাকালে নগরবাসীকে সেবা দেয়া এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের করোনা টিকা দেয়ার ক্ষেত্রে সফল হয়েছি। স্বাস্থ্য বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগ, প্যানেল মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতায় তা সম্ভব করতে পেরেছি। বর্তমানে ৫-১১ বছরের শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অতীতের মত এবারও যাতে টিকাদান কার্যক্রম সফল হয় সে জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, করোনা সংকটকালীন তিনি নানা কর্মকৌশল হাতে নিয়েছেন বলেই বাংলাদেশের মানুষ আজ নিরাপদ। তিনি বলেন যে, বর্তমান সময়ে বিশ্ব যখন অর্থনৈতিক ঝুঁকিতে আছে একমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই আমরা এ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পেরেছি।		

		বর্তমান সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালনের আহবান জানান। তিনি বলেন আজ থেকে প্রায় দুই বছর আগে আমরা নির্বাচিত হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম। যাত্রা শুরুর ছয় মাসের মাথায় আমরা করোনা ভাইরাসের কবলে পড়ি এবং দীর্ঘ দুই বছর করোনা সংকট এর মধ্যেও নাগরিকদের নিরাপদ রাখার জন্য কাজ করেছি। নাগরিকদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা পূরণ করা হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশনের সকল সেবা সমূহ নাগরিকদের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য ৩টি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৩টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের ফলে ৩টি অঞ্চলের নাগরিকগণ সকল সেবা কার্যক্রম নির্ভিগ্নে করতে পাচ্ছে। এর ফলে তাদের যাতায়াত খরচ ও সময় দুটোই লাঘব হচ্ছে। তিনি বলেন, বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলা করে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা এবং নগরবাসীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করা আমাদের মূল লক্ষ্য এই লক্ষ্য অর্জনে সকলকেই যার যার অবস্থান থেকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার আলোচ্য বিষয় সমূহ নিয়ে আলোচনা করার জন্য সকলের মতামত ও সহযোগিতা কামনা করেন। অত:পর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন। আলোচনায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সভায় জানান যে, মাননীয় মেয়র মহোদয়ের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, বি আরটিএ, সড়ক ও জনপদ বিভাগ, অটোবাইক-অটোরিক্সা, জেলা পরিবহন ও শ্রমিক ইউনিয়নসহ বিভিন্ন সংগঠনের সাথে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যানজট নিরসনে গত ১২ মে ২০২২ তারিখের মত বিনিময় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ যেমন ইট, বালু ও যে কোন প্রকার পণ্যবাহী গাড়ি সকাল ৮.০০ ঘটিকা থেকে রাত ৮-০০ ঘটিকা পর্যন্ত ময়মনসিংহ শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং চলাচল না করা। ময়মনসিংহ শহরের অভ্যন্তরে সিএনজি চলাচল বন্ধ রাখা। যানজট রোধে শহরের অভ্যন্তরে মহিলা কলেজ সংলগ্ন ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ডটিকে পরিদর্শন ও পর্যালোচনাপূর্বক মাসকান্দায় স্থানান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। বিভিন্ন জেলা হতে যে সকল সড়ক ও মহাসড়কের অংশ বিশেষ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তর দিয়ে অতিক্রম করেছে সে সকল সড়ক ও মহাসড়কের সিটি কর্পোরেশনের অংশ নির্বাহী প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ কর্তৃক প্রশস্থকরণ, শহরের অভ্যন্তরের সড়কসমূহ প্রশস্তকরণ এবং রেলক্রসিংসমূহে ফ্লাইওভার বা ওভারপাস নির্মাণ মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদ। সিদ্ধান্তসমূহ সম্মিলিতভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ সব পদক্ষেপ আমরা যদি কার্যকর করতে পারি তবে আমরা যানজট নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবো। তিনি আরও বলেন, যানজট নিরসনে কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন এবং ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্ত রাখতে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এবং জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে। অত:পর সভায় উক্ত বিষয়ে আলোচনা হয়।	২। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যানজট নিরসনে কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব মসিক

		আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে ২৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মনোয়ার হোসেন বিপ্লব বলেন, যানজট এর কারণে নগরবাসীর ভোগান্তি হচ্ছে। তিনি চিকন চাকার রিক্সাগুলোর লাইসেন্স বাতিল এবং অপসারণ করার জন্য মেয়র মহোদয়ের নিকট দাবী জানান। তিনি আরও বলেন চলাচলরত অটোবাইকগুলি চলাচলের জন্য রুড নির্ধারণ করে দিলে যানজট কিছুটা লাঘব হবে। তিনি ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ড মাসকান্দায় স্থানান্তর এর দাবী জানান। জনাব মো: আনিসুর রহমান, কাউন্সিলর ১২নং ওয়ার্ড বলেন যে, সিটি কর্পোরেশন এবং ট্রাফিক বিভাগ যৌথভাবে সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত সমূহবাস্তবায়ন করা গেলে যানজট কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে আসবে। এ বিষয়ে মেয়র মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ২৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মো: শফিকুল ইসলাম তিনি মাননীয় মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উপস্থিত কাউন্সিলরসহ সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি মাননীয় মেয়র মহোদয়কে বিগত সময়ে যানজট নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপে গ্রহণের জন্য প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, চরপাড়া মেডিকেলের সামনের রাস্তায় সারি সারি এ্যাম্বুলেন্স দাঁড় করিয়ে রাখে। এর ফলে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, অটোবাইক দাঁড়ানোর জন্য রাস্তার মোড়গুলোতে নির্দিষ্ট অংশ রং দিয়ে মার্কিং করে দেওয়া হলে মোড়গুলোতে নির্দিষ্ট স্থানে অটোবাইক দাঁড়াবে এর বাহিরে দাড়ালে অটোবাইক জরিমানার আওতায় আনার জন্য মত প্রকাশ করেন । তিনি ত্রিশাল বাসস্ট্যান্ডকে দ্রুত মাসকান্দা স্থানান্তরের পরামর্শ প্রদান করেন। ৩০ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ আবুল বাশার বলেন, বর্তমানে যানজট ময়মনসিংহ নগরীর উন্নয়নে প্রধান বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। অটোবাইক চালকদের প্রশিক্ষণ না থাকায় রাস্তায় যে কোন সময় যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে যাত্রী উঠা নামা করে ফলে যানজট সৃষ্টি হয়। তিনি অটোবাইকের ড্রাইভারদেরকে লাইসেন্স দেয়া এবং তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবহিত করনের কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, মিন্টু কলেজ হয়ে খাগডহর পর্যন্ত রেললাইনের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি রয়েছে তা সম্প্রসারণ করা এবং রাস্তাটির মধ্যে পূর্ণ সংযোগ স্থাপন করতে পারলে অনেকটা যানজট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে মতামত প্রকাশ করেন। তিনি জনগুরুত্বপূর্ণ এবং জনবহুল স্থানে স্কুল কলেজ নির্মাণের অনুমোদন না দেয়ার জন্য মেয়র মহোদয়ের নিকট দাবী জানান।	৩। ফুটপাত দখল করে বিভিন্ন ব্যবসা পরিচালনা করায় এবং ফুটপাত অবৈধ দখলমুক্ত রাখতে স্ব-স্ব ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের সহযোগিতা এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা।	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মসিক

		৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মো: নিয়াজ মোর্শেদ বলেন, চিকন চাকার রিক্সাগুলোর লাইসেন্স বাতিল করে চলাচল করতে না দিলে যানজট অনেকটা সহনীয় হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় বাসগুলো যখন রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে তখন যানজট বেশী হয়। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসগুলি প্রবেশ এবং বাহিরের জন্য রাস্তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলে যানজট অনেকাংশে কমে আসবে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব সৈয়দ শফিকুল ইসলাম মিন্টু বলেন যে, যানজট নিয়ন্ত্রণে মাননীয় মেয়র মহোদয় যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সে জন্য তিনি মননীয় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও বলেন গাঙ্গিনারপাড় মোড়, চরপাড়া মোড়, নতুন বাজার মোড় ও ব্রিজের মোড়ে অটোবাইক দাঁড়িয়ে থাকে। ট্রাফিক পুলিশ থাকা সত্বেও এসব অটোবাইক দাঁড়িয়ে থাকে এবং মোড়ে যাত্রী উঠানামা করে ফলে যানজট সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টি ট্রাফিক বিভাগ এর সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য মত প্রকাশ করেন। মেয়র মহোদয় বলেন, যানজট নিরসন এটি একটি সমন্বিত বিষয় এ কাজে সকল বিভাগের দায়িত্ব রয়েছে। আমরা যখন দেখতে পাই শহরে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে তখন মানুষ সিটি কর্পোরেশনকে দোষারোপ করে। যানজট নিরসনে সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে। তিনি যানজট নিরসনে সকলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন এ বিষয়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তিনি পুলিশ বিভাগের সহযোগিতা কামনার কথা বলেন এবং চরপাড়া ফুটপাত দখলমুক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন। তিনি বলেন বিগত তিন বছরে আমাদের ময়মনসিংহ শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বিভিন্ন উপজেলা, জেলা থেকে বিভাগীয় শহর ময়মনসিংহে মানুষ নানা কাজে অবস্থান করে। এটিও একটি কারণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। এজন্য নগরবাসীসহ সকলের সহযোগিতা এবং ট্রাফিক আইন মানার কথা বলেন।তিনি কাউন্সিলরদের সহযোগিতা কামনা করেন এবং তাদের দায়িত্বসমূহ পালনে আরও আন্তরিক হবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। যেখানে সিএনজি স্ট্যান্ড রয়েছে তা নগরের বাহিরে স্থাপন এবং উপজেলাভিত্তিক চলাচলের কথা বলেন। কাউন্সিলরদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন স্ব-স্ব ওয়ার্ডের ফুটপাত যেন দখলমুক্ত থাকে সেদিকে তাদের নজর দিতে হবে এবং কোন মতেই যেন ফুটপাত কেউ দখল করে বিভিন্ন ব্যবসা পরিচালনা করতে না পারে তা নিশ্চিত করণে স্ব-স্ব ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আহবান জানান। মাননীয় মেয়র বলেন, ময়মনসিংহ শহরে সর্বমোট সাত হাজার অটোবাইক লাইসেন্স আছে এছাড়াও ৫-৬ হাজার অবৈধ ইজিবাইক চলাচল করছে। আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করছি এবং আমরা দেখতে পাই অটোবাইকের রং পরিবর্তন করে চালানো হয় যা যানজট সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।		
			৪। ১১ সেপ্টেম্বর থেকে নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অটোবাইক লাইসেন্স নবায়ন করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখের পর যে লাইসেন্সগুলো নবায়ন না করা হবে সেগুলো বাতিল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, মসিক
			৫। নগরের অভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলো প্রশস্থ করার বিষয়ে কাউন্সিলরদের স্ব-স্ব ওয়ার্ডের রাস্তা প্রশস্থকরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রধান প্রকৌশলী, মসিক

		তিনি বলেন সাত হাজার অটোবাইক লাইসেন্স ১১ সেপ্টেম্বর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নবায়ন করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখের পর যে লাইসেন্সগুলো নবায়ন না করা হবে সেগুলো বাতিল করার জন্য কথা বলেন। তিনি বলেন, চিকন চাকার মোটর চালিত রিক্সা নগরের বাহিরে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাদেরকে ৬ মাস সময় দেয়া হয়েছিল তা ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে। শহরের ভিতরে সকাল ৮.০০টা থেকে রাত ৮.০০টা পর্যন্ত বালুবাহী ট্রাক এবং ২ দুই টনের অধিক পণ্যবাহী গাড়ী যাতে নগরের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো প্রসস্থ করার বিষয়ে সড়ক বিভাগের কাছে এ বিষয়ে অনুরোধ জানিয়েছি এবং তাদের নিয়ে একটি যৌথ সভা করে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, আমাদের অনেক ওয়ার্ডে মহাসড়ক রয়েছে সে সকল ওয়ার্ডগুলোর রাস্তা আমরা দ্রুত নির্মাণ করছি এবং মহাসড়কের সাথে কানেক্ট করছি। কোথাও কোথাও আমরা ৩০ থেকে ৪০ ফুট প্রশস্থ রাস্তা করতে সক্ষম হয়েছি। বিশেষ করে ২৬ ও ২৯ নং ওয়ার্ড এ কাজগুলো করা সম্ভব হচ্ছে। নগরের অভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলোও বড় করার ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন অনেকগুলো রাস্তা ইতিমধ্যে প্রশস্থ করা হয়েছে। মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, কাউন্সিলরদের স্ব-স্ব ওয়ার্ডে রাস্তা প্রশস্থ করণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন, ব্রিজের মোড় থেকে থানার ঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি ৪০ফুট প্রশস্থ করণের টেন্ডার এবং ঠিকাদার নিযুক্ত করার কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। শহরে ফুটপাত ছিলনা, প্রায় ৯৫% রাস্তার ফুটপাত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এতে নাগরিকরা সহজেই পায়ে হেঁটে তাদের গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ৬টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় মেয়র যানজট নিয়ন্ত্রণে আরো বলেন যে, জিরো পয়েন্ট থেকে রহমতপুর বাইপাস এবং জিরো পয়েন্ট থেকে ব্রীজ মোড় পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্থকরণ কাজটিও অতি দ্রুত শুরু হবে, এতে ময়মনসিংহ নগরীর যানজট অনেকটাই কমে যাবে।তিনি বলেন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ, সড়ক বিভাগ, ট্রাফিক বিভাগের সমন্বিত উদ্যোগ নিয়ে সকল বিভাগের সাথে সমন্বয় করে কাজের মাধ্যেমেই যানজট নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তিনি যানজট নিয়ন্ত্রণে উপস্থিত সকল কাউন্সিলরদের সর্বাত্মক সহযোগিতার আহ্বান জানান। বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।		
০৩	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সাশ্রয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ২নং আলোচ্য সূচি অনুযায়ী বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সাশ্রয়ে করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী জ্বালানী সাশ্রয়ে সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টা পর্যন্ত অফিস পরিচালনার কথা বলা হয়েছে এবং আমরা তা যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছি। অপ্রয়োজনীয় কোন বাতি, এসি যাতে না চালানো হয় সে জন্য আমরা একটি মনিটরিং টিম করে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করে যাচ্ছি এবং সিটি কর্পোরেশনের যানবাহনগুলো যাতে জ্বালানী সাশ্রয়ে সরকারি নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করে সেজন্যও মনিটরিং টিম কাজ করে যাচ্ছে।	৬। বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সাশ্রয়ে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রনিক/সচিব, মসিক

		তিনি জনগণকে স্ব-স্ব ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ জ্বালানী সাশ্রয়ে দিক নির্দেশনামূলক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা গুলোতে জ্বালানী সাশ্রয়ে সরকারি নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করার কথা বলেন। মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন যে, বর্তমান সময়ে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বে জ্বালানী সংকট দেখা দিয়েছে। আমরা আসা করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে এ সংকট মোকাবেলা করে আবারো সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। আলোচনায় অংশগ্রহণকরে ৩২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মোঃ এমদাদুল হক মন্ডল বলেন, ময়মনসিংহে ৩৩টি ওয়ার্ড রয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ৩১,৩২ ও ৩৩ নং ওয়ার্ডে প্রায় ৬ঘন্টার মত বিদ্যুৎ থাকে। তিনি আরও বলেন, ওয়ার্ডে সড়কবাতির খুটি লাগানো হয়েছে। তিনি অতিদ্রুত সড়কবাতি স্থাপনের জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়ের প্রতি অনুরোধ জানান। মাননীয় মেয়র মহোদয় ৩২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আগামী কিছুদিনের মধ্যে সড়কবাতি স্থাপন করা হবে এবং বিদ্যুৎ সমস্যার বিষয়টি তিনি অবগত আছেন। তিনি বলেন যেহেতু বিদ্যুৎ বিভাগের কাজ তাই বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে আলোচনা করে ৩১,৩২ ও ৩৩ নং ওয়ার্ডে বিদ্যুৎ সহনীয় পর্যায়ে থাকে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।	৭। বিভিন্ন ওয়ার্ডে সড়ক বাতি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), মসিক
০৪	রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পরবর্তী আলোচ্য সূচি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হোল্ডিং কর, ট্রেড লাইসেন্স, পানি, দোকান ভাড়া, ইমারত নির্মাণ ফি সহ বিভিন্ন খাতে রাজস্ব আয়ের উপর নির্ভর করে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা নানাবিধ কাজ করতে হয়। তিনি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহবান জানান। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব সৈয়দ শফিকুল ইসলাম মিন্টু বলেন যে, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের আরও তৎপর হতে হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ট্র্যাক্স বকেয়া রয়েছে এবং এই বকেয়ার পরিমাণ অনেক বেশি। বকেয়া আদায়ে সিটি কপোরেশনের সচিব মহোদয়কে দায়িত্ব দেয়ার কথা বলেন। সরকারের একজন কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে আদায়ের ব্যবস্থা করা হলে রাজস্ব আদায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।	৮। হোল্ডিং ট্যাক্স কমানোর কোন সুপারিশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৯। যে সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হোল্ডিং ট্যাক্স বকেয়া রয়েছে বকেয়াসহ হালসনের ট্যাক্স আদায়ের লক্ষ্যে সেই সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট নোটিশ প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, মসিক

		মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন, হোল্ডিং কর আদায়ের বিষয়ে রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আরও তৎপর হওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, বকেয়া আদায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোকে নোটিশ দিতে হবে। এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন হোল্ডিং ট্যাক্স ৪০% মওকুফ ও পরবর্তীতে এককালীন পরিশোধে ১০% মওকুফ করার পরেও অনেকে আবেদন করছেন আরো কমানোর জন্য। আবেদন করার পর তা বিবেচনা করে কমানো হয়েছে। তারপরও অনেকেই আবার কমানোর জন্য কাউন্সিলরদের দ্বারস্থ হচ্ছেন এটি কোন ভাবেই কাম্য নয়। তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করে বলেন, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে সকলের এসব বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।		
		৮নং কাউন্সিলর জনাব মো: ফারুক হাসান বলেন, সিটি কর্পোরেশনের দোকান ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে তাকে দায়িত্ব দেয়ায় মাননীয় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন ইতিপূর্বে ৪২৫টি দোকানের ভাড়া আদায় হতো ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩০৪ টাকা। বর্তমানে ভাড়া বৃদ্ধি করে ৭ লক্ষ ৮২ হাজার ১৭৯ টাকা করা হয়েছে। সকলের সাথে আলাপ আলোচনা করে তা বৃদ্ধি করা হয় এবং যথাযথভাবে আদায় হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে বেশ কিছু ইটভাটা রয়েছে। ইটভাটা অপসারণ অথবা ট্যাক্স আদায়ের আওতায় আনার কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে যে সব অটোরিক্সা ও অটোবাইক চলাচল করে অনেক ড্রাইভারের লাইসেন্স নেই। সিটি কর্পোরেশন থেকে যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স দেয়া হয় সেক্ষেত্রে একটি ফি নির্ধারণ করে লাইসেন্স দেয়া হলে সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে বলে সভায় মত প্রকাশ করেন।	১০। শুধুমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত তালিকাভূক্ত অটোরিক্সা ও অটোবাইক সমূহের লাইসেন্স কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে নবায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা,মসিক
		মাননীয় মেয়র মহোদয় ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বলেন, উক্ত বিষয়ে এ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সাথে আলোচনা করে ১১ সেপ্টেম্বর তারিখ হতে অটোবাইক ও অটোরিক্সা লাইসেন্স নবায়নের পর অটোবাইক ড্রাইভিং লাইসেন্স বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়।		
০৫	বিবিধ	বিবিধ আলোচনায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান যে, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনে JICA এর সহযোগিতায় C4C (Capacity for cities) প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আসবে বলে তিনি জানায়। প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এবং বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন মন্ত্রনালয়ে প্রেরণের জন্য প্রকল্প কার্যালয় হতে অনুরোধ জানানো হয়। এ বিষয়ে চাহিত প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে সভায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	১১। চাহিত প্রতিবেদন সমূহ স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব, মসিক

		২৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মো: শফিকুল ইসলাম বলেন যে, অনেক জায়গায় রাস্তা করার সময় বিদ্যুৎতের খুঁটি রাস্তার ভিতরে রেখেই ডালাই দেয়া হয় এর ফলে রাস্তা ছোট হয় এবং নানা ধরণের দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়। উক্ত বিষয়ে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মাননীয় মেয়র মহোদয় বলেন যে, বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে ইতিমধ্যে অনেক রাস্তায় বৈদ্যুতিক খুঁটি সরিয়ে ঢালাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষয়টি অনেক জটিল প্রক্রিয়া হওয়ায় দ্রুত রাস্তার সম্প্রসারণ ও কার্পেটিং করার ক্ষেত্রে আমরা কিছু রাস্তায় এ বিষয়টি লক্ষ্য করছি। মাননীয় মেয়র মহোদয় বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	১২। বিদ্যুৎ বিতরণ বিভাগ এর সাথে আলোচনা করে যে সকল বৈদ্যুতিক খুঁটি রাস্তায় উপর রয়েছে সেই খুঁটিগুলি রাস্তা থেকে অপসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), মসিক
		৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জনাব মো: ফারুক হাসান আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন যে, সিটি কর্পোরেশন পরিষদের কর্পোরেশন সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত সভায় উপস্থিতি সম্মানী ভাতা ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা করে প্রদান করা হয়। তিনি সিটি কর্পোরেশন পরিষদের কর্পোরেশন সভায় উপস্থিতি সম্মানী ভাতা ১,০০০/- (এক হাজার) টাকার পরিবর্তে বৃদ্ধি করে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা করে প্রদানের প্রস্তাব করেন। উক্ত বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে সিটি কর্পোরেশন পরিষদের কর্পোরেশন সভায় উপস্থিত সম্মানী ভাতা ১,৫০০/-(এক হাজার পাঁচশত) টাকা করে প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১৩। সিটি কর্পোরেশন পরিষদের কর্পোরেশন সভায় উপস্থিত সম্মানী ভাতা ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা করে প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মসিক

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০১/০৯/২০২২

(মোঃ ইকরামুল হক টিটু)
মেয়র
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
ময়মনসিংহ।
ফোনঃ-০২৯৯৬৬৬৬৭৩৯(অফিস)

স্মারক নংঃ ৪৬.২১.৬১০০.০০৪.১৮.০০১.২২.২৪৫৩

তারিখ : ০১/০৯/২০২২

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ-

১। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ-

১। প্যানেল মেয়র ১/২/৩, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।
২। কাউন্সিলর/সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর (সকল) ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।
৩। সচিব, ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।
৪। বিভাগীয় প্রধান (সকল), ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।
৫। শাখা প্রধান (সকল), ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন, ময়মনসিংহ।
৬। সংশ্লিষ্ট নথি।
৭। অফিস কপি।

০১/০৯/২০২২

(মো: ইউসুফ আলী)
যুগ্মসচিব
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন
ফোন ঃ ০২৯৯৬৬৬৭৪৪৬
E-mail : ceo.mcc2018@gmail.com